সংবাদ

07 DEC 2005

একমুখী শিক্ষা : শুধু স্থগিত করা যথেষ্ট নয়

গত মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে তথাকথিত একমুখী শিক্ষা ১ জানুয়ারি থেকে চালুর সিদ্ধান্ত সরকার এক বছরের জন্য স্থগিত করেছে। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক বলেন, একমুখী শিক্ষা যুগের দাবি। তার মতে, এটি চালুর জন্য সাধ্যমতো প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল; কিন্তু বিষয়টি কেউ কেউ রাজনৈতিকভাবে বিবেচনা করায় এবং রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করায় সারাদেশে এক ধরনের অস্বস্তিকর অবস্থা তৈরি হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে 'একমুখী শিক্ষার' যে কাঠামো সরকার প্রস্তাব করেছে তার গুণাগুণ বা ভালমন্দ বিবেচনা না করে মন্ত্রিসভা স্থগিত রাখার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 'একমুখী শিক্ষা' প্রবর্তনের জন্য সরকারের বিভিন্ন সংস্থা খানিকটা গোপনীয়তাবে প্রস্তুতি নিয়ে ১ জানুয়ারি থেকে চালু করার সব ব্যবস্থা করেছিল, এখন প্রবল জনপ্রতিরোধের মুখে সরকারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে– দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক অস্থিরতায় শিক্ষার মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে যাতে আন্দোলন দানা বাঁধতে না পারে, সেজন্য 'প্রস্তুতির অভাবের' দোহাই দিয়ে স্থগিত করা হলো এক বছরের জন্য। বর্তমান বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে তথাকথিত একমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এক বছর পর দেশের রাজনৈতিক ও শিক্ষা পরিস্থিতি কোথায় যাবে তা ইংরেজিতে যাকে বলে 'এনাদার স্টোরি'।

বিএনপি-জামায়াত সরকার মাধ্যমিক পর্যায়ে যাকে 'একমুখী শিক্ষা' বলে চালানোর চেষ্টা করছে, তা কোন বিবেচনাতেই একমুখী নয়। মাধ্যমিক পর্যায়ে এখন 'ভিনমুখী' শিক্ষা বিদ্যমান। দেশের সাতটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রায় সাড়ে ১৪ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দেয়া সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা এবং প্রধানত উচ্চবিত্তের শিক্ষার্থীদের জন্য বেসরকারি স্কুলে দেয়া ইংরেজি মাধ্যমে বিদেশী কারিকুলামে শিক্ষা। সাধারণের ধারণা ছিল, একমুখী শিক্ষার অর্থ হবে এ তিন ধারার ভেতর সমন্বয় করা। কিন্তু সরকারের বিজ্ঞ শিক্ষা কর্মকর্তাদের মধ্যে একমুখী শিক্ষার অর্থ দাঁড়িয়েছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক বিষয়গুলোর নবম শ্রেণী থেকে আলাদা আলাদাভাবে না পড়িয়ে সমন্বিতভাবে পড়ানো। এতে নতুন উপসর্গ হলো, ধর্ম শিক্ষা এবং 'স্কুল বেজড এসেসম্যান্ট', স্কুলের শিক্ষকদের ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন। আরেকটি বড় বিষয় হলো– পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার বেসরকারিকরণ এবং একশ্রেণীর ব্যবসায়ীকে বাণিজ্য করার সুযোগ। এতে বই-পুস্তকের দাম বিগুণ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট' দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা এবং ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা সম্পর্কে কোন বিচার বিবেচনাই করেনি। অথচ এ দুটি ব্যবস্থাও 'একমুখী' শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল। একমুখীনতার কুঠার শুধু মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর পড়ল কেন, তার কোন ব্যাখ্যা নেই। ফলে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের মূল উদ্দেশ্যই অর্জিত হচ্ছে না। মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য সরকারের ব্যয় দিন দিন বেড়েই চলেছে। অথচ মূলধারা শিক্ষা থেকে এ শিক্ষা দূরেই থাকছে এবং মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের এমন কোন স্কিল বা দক্ষতা নেই যাতে তারা অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারেন। তাদের জন্য 'গেইনফুল এম্প্লয়মেন্টের' প্রশ্নটি নিয়ে কেউই ভাবছেন না। মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের বড় একটি বিষয় হওয়া উচিত ছিল দেশের মাদ্রাসাগুলোকে শিক্ষার মূলধারায় নিয়ে আসা। শিক্ষাখাতে এটা এখন অপচয় হয়েই আছে। অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন ধর্মের মানুষের জন্য মাধ্যমিক স্কুলে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করাটা ব্যয়বহুল এবং অসম্ভবও বটে। ফলে বিষয়টি কাকে খুশি করার জন্য প্রবর্তন করা হচ্ছে, তা রহস্য হয়েই থাকল। অতীতে যারা মাধ্যমিক পর্যায়ে ধর্মশিক্ষা ছাড়াই শিক্ষিত হয়েছে, তাদের মধ্যে বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষার প্রয়োজন পড়েনি। এখন কেন পড়ল?

মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক বিষয়ের কোনটি কতটা প্রাধান্য পাবে তা শিক্ষানুরাগীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করেই ঠিক করা উচিত ছিল। অন্যদিকে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেশের শহর-বন্দর-গ্রামের সব মাধ্যমিক স্কুলে সমানভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যেন সম্ভব হয় তা বিবেচনায় রেখেই পাঠ্য বিষয় নির্ধারণ করতে হবে। দেশের গ্রামাঞ্চলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষকের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করার আগে কোন সংস্কারই কার্যকর হবে না। সব মিলিয়ে বর্তমানে সরকারের নীতিনির্ধারকরা তথাকথিত একমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের যে পাঁয়তারা কষা শুরু করেছেন, তা পরিত্যাগ করলেই ভাল করবেন।